Geography model Activity Task

① বিকল্পগুলি থেকে ঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো

১.১ অধিবর্ষের বছরটি হল —

উত্তর) ক) ১৯৯৬

১.২ তোমার ছায়ার দৈর্ঘ্য সবচেয়ে ছোটো হবে —

উত্তর) গ) দুপুর ১২ টায়,

১.৩ যে তারিখে মহাবিষুব হয় সেটি হলো —

উত্তর) ঘ) ২১ মার্চ।

২.১) বাক্যটি সত্য হলে 'ঠিক' এবং অসত্য হলে 'ভুল' লেখো :

২.১.১) ২২ শে ডিসেম্বর পৃথিবীর সর্বত্র দিন-রাত্রি সমান হয়।

উত্তর) ভুল।

২.১.২) আমাদের দেশে যখন শীতকাল, দক্ষিণ গোলার্ধে তখন বসন্তকাল।

উত্তর) ঠিক।

২.২ একটি বা দুটি বাক্যে উত্তর দাও :

২.২.১) যে কক্ষপথে বেলার চারিদিকে পৃথিবী আবর্তন করে তার নাম লেখো।

Ans) যে কক্ষপথে বেলার চারিদিকে পৃথিবী

আবর্তন এবং তার নাম হল পৃথিবীর অয়ন।

২.২.২) 'বিষুব' কথাটির অর্থ কী?

Ans:) 'বিষুব' কথাটির অর্থ হল – 'সমান দিন ও রাত্রি'।

২.২.৩) কোন মাসে পৃথিবী সূর্যের সবথেকে কাছে অবস্থান করে?

Ans:) পৃথিবী সূর্যের সবথেকে কাছে অবস্থান করে জানুয়ারি মাসে।

৩. নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :–

৩.১) সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব সবসময় সমান থাকে না কেন?

Ans) পৃথিবীর কক্ষপথের উপবৃত্তটি অনেকটা গোলাকার। আর কক্ষপথটি প্রায় হাতের মতো দেখতে। উপবৃত্তাকার কক্ষপথের একটি ফোকাসে সূর্য অবস্থান করে। এ কারণে পৃথিবী সূর্য প্রদক্ষিণের সময় সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব সবসময় সমান থাকে না। একটি সময় পৃথিবী সূর্যের বেশি কাছে এসে পরে আবার একটি সময় বেশি দূরে চলে যায়।

৩.২) পৃথিবীর পরিক্রমণ গতির আরেক নাম বার্ষিক গতি কেন?

Ans) পৃথিবী সূর্যকে বছরে প্রায় একবার প্রদক্ষিণ করে,

আর এই সময়কালকে 'সৌর বছর' ধরা হয়। পরিক্রমন গতির অনুসারে বছর গণনা করা হয় বলে পরিক্রমণ গতিকে 'বার্ষিক গতি'ও বলা হয়। এই গতির বেগ ঘণ্টায় প্রায় ৩০ কিমি করে থাকে।

৪. নীচের প্রশ্নটির উত্তর দাও :

অপসূর ও অনুসূরের মধ্যে পার্থক্য লেখো।

Ans:

অপসূর	অনুসূর
(i) ৪ জুলাই সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব সবচেয়ে বেশি হয়। একে পৃথিবীর অপসূর অবস্থান বলে।	(i) ৩ জানুয়ারি সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব সবচেয়ে কম হয়। একে পৃথিবীর অনুসূর অবস্থান বলে।
(ii) অপসূর অবস্থানে সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব সর্বাধিক হয়। (প্রায় ১৫ কোটি ২০ লক্ষ কিমি)	(ii) অনুসূর অবস্থানে সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব সর্বনিম্ন হয়। (প্রায় ১৪ কোটি ৭০ লক্ষ কিমি)।
(iii) অপসূর অবস্থানকে ইংরেজিতে Aphelion বলা হয়।	(iii) অনুসূর অবস্থানকে ইংরেজিতে perihelion বলা হয়।

৫. নীচের প্রশ্নটির উত্তর দাও :

৫. চিত্রসহ সংক্ষেপে ঋতু পরিবর্তনের বর্ণনা দাও।

Ans:> ২১ মার্চের বিষুবের পর থেকে পৃথিবী ধীরে ধীরে এমন একটা জায়গায় আসতে থাকে যখন সূর্যরশ্মি ক্রমশ উত্তর গোলার্ধে লম্বভাবে পড়তে থাকে। এর ফলে উত্তর গোলার্ধে ক্রমশ দিন বড়ো (১২ ঘন্টার বেশি) আর রাত ছোটো (১২ ঘন্টার কম) হতে থাকে। সূর্যের উত্তরায়ণের এই সময়টা উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল থাকে। আবার ২১ জুনের পর সূর্যের দক্ষিণায়ন শুরু হয়। সূর্যের লম্বরশ্মি ক্রমশ বিষুবরেখার দিকে সরে আসতে থাকে। ২৩ সেপ্টেম্বর নাগাদ কমবেশি পৃথিবী এমন একটা অবস্থান আসে যে বিষুবরেখায় সূর্যের লম্বরশ্মি পড়ে। ফলে উত্তরমেরু থেকে দক্ষিণমেরু পর্যন্ত সবজায়গায় দিনরাত সমান হয়। এই সময়টাতে আবহাওয়া ঠান্ডা গরমের মাঝামাঝি অবস্থায় থাকে। উত্তর গোলার্ধে এই সময় হয় শরৎকাল। এইভাবে সূর্য পৃথিবীর অবস্থানে অনুযায়ী ঋতু পরিবর্তন চলতেই থাকে।